পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও
গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ

WEST BENGAL KHADI & V. I. BAORD

12, B. B. D. Bag (East), Kolkata - 700 001

খালি হাতের দক্ষতায় মানুষ যন্ত্রকে হার মানাতে পারে সেরকম ক্ষেত্র বোধহয় খুব বেশি নেই। ৫০০ কাউন্ট মসলিনের সুতো কাটা এবং থান বোনা সেরকমই একটি ক্ষেত্র। বাংলার লুপ্তপ্রায় মসলিন আজ ধীরে ধীরে তার পুরানো ঐতিহ্য ফিরে পাচ্ছে অল্প কয়েকজনের নিরন্তর চেষ্টায়। আজ সম্ভব হচ্ছে প্রায় মাকড়সার জালের মত মিহি সুতো কাটা ও তার বুনন। নবদ্বীপ, কালনা ইত্যাদি জায়গায় অতি সাধরণ পরিবেশে যে অসাধারণ কাজ চলছে, এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার সাথে সবার পরিচয় আমরা করাতে চাই। তুলে ধরতে চাই এর বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা। আসুন দক্ষতা, অধ্যবসায় ও মমতা দিয়ে গড়া মসলিনের এই কারিগরদের আমরা সম্মান জানাই।

মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্য নির্বাহী আধিকারীক

বাংলার মসলিন

"মসলিন" আমাদের গর্বের বস্তু। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য এবং তাঁত শিল্পীদের নৈপুণ্যের প্রতীক "মসলিন"।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট - মোহেন-জো-দারো-র ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি সাক্ষ্য বহন করে যে, পাঁচ হাজার বছর আগেও ভারতবর্ষে সূতী বস্ত্রের প্রচলন ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালে মিশরের "মমি"-র আচ্ছাদন হিসাবে মসলিন ব্যবহার হয়েছিল - এর প্রমাণ মেলে।

নামের উৎস - মেসোপটেমিয়াতে টাইগ্রিস নদীর ধারে Mosul শহরটি অতি সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই Mosul শহরের নাম থেকেই 'মসলিন' শব্দের উৎপত্তি।

মর্যাদার পণ্য মসলিন - ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মসলিন বস্ত্র উৎপাদনে ভারতবর্ষ শীর্ষস্থান অধিকার করে। ঢাকা (অধুনা বাংলাদেশ) ছিল মসলিন উৎপাদনের প্রাণ কেন্দ্র।

মুঘল আমলে, বিশেষ করে সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব এর আমলে মসলিন বস্ত্রের উৎপাদন বৈচিত্র্যে ভরপুর হয়ে ওঠে। মুঘল আমলে মসলিন ছিল গৌরব, সৌন্দর্য এবং বৈভব ও বিলাসিতার প্রতীক। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে ম্যানচেষ্টার শহরে সূতীবস্ত্রের কারখানা গড়ে উঠল। কিন্তু, ভারতীয় সুতি বস্ত্রের চাহিদা বিন্দুমাত্র কমল না। তাই, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের প্রতিনিধিরা (Agent) ভারতীয় মসলন শিল্পীদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে দিল যাতে তাঁরা আর তাঁত না বুনতে পারেন। এইভাবেই, ভারতীয় গর্বের, মর্যাদার শিল্প "মসলিন" কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করতে চাইল।

মসলিনের পুরুরজ্জীবন - চরখার সাথে মসলিনের পুনরুজ্জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। গান্ধীজীর উদ্যোগে All India Spinners' Association অথবা Charkha Sangha গঠিত হয় ১৯২৫ সালে। ক্ষেত্রিয় শ্রী গান্ধী আশ্রম নামক সংস্থার সাথে যুক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী কালিচরণ শর্মা মুর্শিদাবাদে অম্বর মসলিন চরখা তৈরী করেন। বহু পরীক্ষা - নিরীক্ষা করে প্রথম ১০০ কাউন্ট থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ৫০০ কাউন্ট পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম সুতা উৎপাদন শুরু হয়।

বর্তমানে মসলিন সুতা উৎপাদিত হচ্ছে Souvin তুলা থেকে। এই তুলা প্রধানতঃ অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর ও তামিলনাড়ুর সালেমে পাওয়া যায়। সুক্ষ্ম মসলিন উৎপাদন এখন বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া - এই তিনটি জেলাতেই মূলতঃ সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকার আবহাওয়া ও দক্ষ কারিগর এই মসলিন উৎপাদনের সহায়ক।

চরখা

মসলিন ধুতীর সাজে গণেশ

৫০০ কাউন্টের মসলিন -

৫০০ কাউন্ট সুতার বাণিজ্যিক উৎপাদন এখনও সম্ভব হয়নি। মাত্র ১৫/১৬ জন কাটুনী (spinner) এবং ৬/৭জন তাঁত শিল্পী এই শিল্পের দক্ষতা অর্জন করেছেন। কাটুনীরা (spinner) একদিনে মাত্র ৪ (চার) লাছি (Hank) অর্থাৎ ১০০০ মিটার সুতা কাটতে পারেন। তাঁত শিল্পীদের ১১ মিটারের একটি থান কাপড় বুনতে প্রায় ২০ দিন সময় লাগে। তাঁত চালানো ছাড়াও আনষঙ্গিক কাজে শিল্পী পরিবারের প্রায় সকলকেই যুক্ত হতে হয়। এইরকম একটি থান বোনার জন্য তাঁরা মজুরী পান মাত্র ৪,৫০০০/- (চার হাজার পাঁচ শত) টাকা।

একটি ১১মিটার থানের মূল্য প্রায় ১৩ হাজার টাকা। তা সত্বেও এই সূক্ষ্ম বস্ত্রের চাহিদা অনুযায়ী জোগান দেয়া এখনই সম্ভব হচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ নদীয়া জেলার নবদ্বীপে একটি মসলিন প্রশিক্ষন তথা উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। আশা করি আগামী দিনে বহু দক্ষ শিল্পী তৈরী হবে এই সুক্ষ্ম মসলিন উৎপাদনের কাজে এবং বাংলার বস্ত্রশিল্পের মর্যাদা ও ঐতিহ্যবাহী মসলিন তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

সংকলনে ঃ পরিকল্পনা এবং মূল্যায়ণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ, ১২, বি. বা. দি. বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০১